পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক: এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ইং : ৫ই জেলকদ, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৪শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং ৯ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরে সগীরের সরল তরজমা : (সূরা ফাতেহা এবং ১ম পারার ৫টি রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : "উৎসাহ, সাহস, বীরত্ব"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
* জুমার খোতবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১০
* আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত :		২০
* বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমার সংক্ষিপ্ত কর্ম-সূচী :	সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি	২১
* বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম— পবিত্র কুরআন—(৩) :	মোহ্‌তরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	২২
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫
* হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) এর বহির্বিশ্ব সফরের বিবরণ—		
* লণ্ডন এবং পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম-প্রচারে বিস্ময়কর সাফল্য :		
* লণ্ডনে অভূতপূর্ব প্রেস কনফারেন্স :		

মোহতারম আমীর সাহেবের হার্ণিয়া অপারেশন
দোওয়ার আবেদন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেবের ডান পার্শ্বের হার্ণিয়া অপারেশন ঢাকা পি-জি হাসপাতালে ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল বেলায় আল্লাহতায়ালার ফজলে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ক্রমন্বয়ে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাকে শীঘ্র পূর্ণআরোগ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন এবং অধিকতর দ্বীনি খেদমত করার তওফিক দেন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ইং : ১৫ই তবুক, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

সুরা ফাতেহা—১

[মক্কায় অবতীর্ণ, বিসমিল্লাহ সহ ইহাতে সাতটি আয়াত আছে।]

১। (আমি) আল্লাহর নামে (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা এবং বার বার করুণাকারী।

২। সকল প্রকার প্রশংসার হকদার একমাত্র আল্লাহ (যিনি) সকল জগতের রব,

৩। যিনি অসীম দাতা, বার বার করুণাকারী,

৪। যিনি বিচার-কালের মালেক।

৫। (হে খোদা !) আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।

৬। তুমি আমাদিগকে সোজা পথে চালাও,

৭। তাহাদিগের পথে, যাহাদিগকে তুমি নে'মত দিয়াছ ; (এবং) যাহারা (পরে তোমার) গযবপ্রাপ্ত হয় নাই এবং যাহারা (পরে) পথভ্রষ্ট হয় নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর আদেশক্রমে বাংলা ভাষায় কুরআন করীমের যে তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইবে, উহার মধ্যে সুরা ফাতেহা ও প্রথম পারার তরজমা পাক্ষিক আহ্‌মদীতে প্রকাশ করা হইতেছে। হুজুরের নির্দেশক্রমে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল-মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে সগীর'-এর হুবহু তরজমা করা হইয়াছে। এই অনুবাদ সম্পর্কে কাহারও কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকিলে এক মাসের মধ্যে তাহা আমার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।]

—মোঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

সুরা বাকারা—২

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

১। (আমি) আল্লাহর নামে (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা (এবং) বার বার করুণাকারী

২। আলিফ-লাম-মীম।

৩। ইহাই পূর্ণ কেতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়ত প্রদানকারী;

৪। যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম রাখে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা (কিছু) দিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে;

৫। এবং তোমার উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহার উপর ঈমান আনে এবং তাহারা পরবর্তীকালের (ভবিতব্য প্রতিশ্রুত বিষয় সমূহের) উপর (ও) একীন রাখে।

৬। এই সকল লোক (নিশ্চয়) সেই সত্যপথে (কায়েম) আছে যাহা তাহাদের রবের তরফ হইতে (সমাগত) এবং ইহারাই সফলকাম হইবে।

৭। সেই সকল লোক, যাহারা কুফর করিয়াছে (এবং) তাহাদিগকে তোমার সতর্ক করা বা না করা সমান (ফলদায়ক) তাহারা (যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদিগের এই অবস্থার পরিবর্তন করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত) ঈমান আনিবে না।

৮। আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ের উপর এবং কর্ণের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর পর্দা পড়িয়া আছে এবং তাহাদের জন্য এক মহা আযাব (নির্দ্ধারিত) আছে।

২য় রুকু

৯। এবং কতক লোক এমনও আছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি, অথচ তাহারা আদৌ ঈমান রাখে না।

১০। তাহারা আল্লাহকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা দিতে চাহে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না এবং তাহারা বুঝে না।

১১। তাহাদের অন্তরে এক ব্যাধি ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধিকে (আরও) বাড়াইয়া দিলেন এবং তাহারা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতেছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিত।

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না, তাহারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী।

১৩। কান খুলিয়া শুন! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝে না।

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেরূপে বেকুব লোকেরা ঈমান আনিয়াছে। স্মরণ রাখিও, তাহারা নিজেরাই বেকুব, কিন্তু তাহারা (ইহা) জানেনা।

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে যে, আমরা (এই রসুলের উপর) ঈমান আনিয়াছি এবং যখন তাহারা নিজেদের দলপতিগণের সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তখন (তাহাদিগকে) বলে যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের সংগে আছি, আমরা (মোমেনগণকে) শুধু উপহাস করিতেছিলাম।

১৬। আল্লাহ তাহাদিগকে (তাহাদিগের) উপহাসের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ছাড়িয়া দিবেন।

১৭। ইহারাই ঐ সকল লোক, যাহারা হেদায়তকে ছাড়িয়া বিপথগামীতাকে বাছিয়া লইয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের এই ব্যবসায়ে না কোন পার্থিব উপকার হইয়াছে, না তাহারা হেদায়ত পাইয়াছে।

১৮। তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে আগুন জ্বালাইল অতঃপর যখন ঐ আগুন তাহার চারিদেককে আলোকিত করিল, তখন আল্লাহ তাহাদের জ্যোতিঃ লইয়া গেলেন এবং তিনি তাহাদিগকে (রকম বেরকম) অন্ধকার রাশির মধ্যে (এইরূপ অবস্থায়) ছাড়িয়া দিলেন (যে) তাহারা (উদ্ধারের কোন পথ) দেখিতে পায় না।

১৯। তাহারা বধির, মূক এবং অন্ধ, সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

২০। অথবা (তাহাদের উপমা) সেই বৃষ্টিধারার ন্যায়, যাহা (ঘন ঘোর) মেঘ হইতে বর্ষণ রত, (এমন বৃষ্টি যাহার মধ্যে) (রকম বেকরম) অন্ধকার রাশি, বজ্রধ্বনি এবং বিদ্যুৎচমক রহিয়াছে। তাহারা বজ্রধ্বনি হেতু মৃত্যু ভয়ে নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি দেয়। অথচ আল্লাহ সকল কাফেরকে (ধ্বংসের জন্য) পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

২১। বিদ্যুতের ঝলক তাহাদের দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত; যখনই উহা তাহাদের উপর চমকায়, তাহারা উহার আলোকে চলিতে থাকে, এবং যখন তাহাদিগকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, তখন তাহারা দাঁড়াইয়া যায় এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তি বিনষ্ট করিয়া দিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর (যাহা তিনি চাহেন, করিতে) পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান।

৩য় রুকু

২২। হে মানবগণ! তোমরা নিজেদের সেই রবের এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা আত্মরক্ষা করিতে

২৩। (তিনিই) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানাইয়াছেন এবং মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা তোমাদিগকে জীবিকা নির্বাহের জন্য নানাবিধ ফলমূল জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহর সমকক্ষ খাড়া করিও না।

২৪। এবং যদি তোমরা এই কালাম সম্পর্কে যাহা আমরা স্বীয় বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি সন্দেহে পতিত হইয়া থাক তাহা হইলে ইহার অনুরূপ একটি সুরা আন এবং তোমাদের আল্লাহ বিহীন সাহায্যকারীগণকেও তোমাদের সাহায্যার্থে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৫। এবং যদি তোমরা ইহা করিতে না পার এবং তোমরা কখনও ইহা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা সেই আগুন হইতে আত্মরক্ষা কর, যাহার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর; উহা কাফেরগণের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে।

২৬। এবং তুমি ঐ সকল লোককে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে শুভ সংবাদ দেও যে তাহাদিগের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, যখন সেই (বাগান) গুলি হইতে তাহাদিগকে কিছু ফল রিয্‌ক স্বরূপ দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে ইহাতো সেই রিয্‌ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের নিকট উহা (তথা রিয্‌ক) পারস্পরিক সাদৃশ্যে আনা হইবে এবং তাহাদের জন্য তথায় (বাগানসমূহে) পবিত্র দম্পতি হইবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

২৭। আল্লাহ কখনও মশা অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর (বস্তুরও) উপমা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না. বস্তুতঃ যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা উপলব্ধি করিয়া লয় যে, ইহা তাহাদের রবের নিকট হইতে সত্য। কিন্তু যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা বলে যে, আল্লাহর এই উপমা দিবার উদ্দেশ্য কি? (প্রকৃত কথা এই যে) ইহার দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী সাব্যস্ত করেন, আবার অনেককে তিনি ইহার দ্বারা হেদায়ত দান করেন, এবং তিনি ইহার দ্বারা ঐ সকল নাফরমান ব্যতিরেকে কাহাকেও বিপথগামী সাব্যস্ত করেন না।

২৮। যাহারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে, উহা সুদৃঢ় করিবার পর ভাঙ্গিয়া ফেলে; এবং সেই সম্পর্ককে, যাহা সংযুক্ত রাখিতে আল্লাহ আদেশ দিয়াছেন, ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২৯। (হে মানবগণ) তোমরা কিরূপে আল্লাহর (কালামকে) অস্বীকার কর, অথচ তোমরা জীবনহীন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, আবার (একদিন আসিবে যখন) তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, তৎপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, তারপর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

৩০। তিনিই (সেই খোদা) যিনি জমিনের সবকিছু তোমাদের (উপকারের) জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহাকে সপ্ত আকাশে সুবিন্যস্ত করিলেন; এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ের (তত্ত্বসমূহ) সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।

৪র্থ রুকু

৩১। (হে মানব! স্মরণ কর) যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি জমিনে এক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি, (তখন) তাহারা বলিল, তুমি কি ইহাতে এমন ব্যক্তিদেরও নিয়োগ করিবে যাহারা অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে। পক্ষান্তরে আমরা (এমন যে) তোমার প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পবিত্রতাও ঘোষণা করি এবং আমরা তোমার মধ্যে সর্ব প্রকার মহত্বের বিদ্যমানতার একরার করি; (ইহাতে) তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

৩২। এবং আল্লাহ আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর (যাহাদের নাম রাখা হইল) উহাদেরকে তিনি ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, তোমরা যদি ঠিক কথা বলিতেছ, তবে আমাকে এই সমুদয়ের নাম বল।

৩৩। তাহারা বলিল, তুমি (সর্ব প্রকার ত্রুটি হইতে) পবিত্র, তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষাইয়াছ, তাহা ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানিনা। নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞ (এবং প্রত্যেক কথা ও কাজে) সুবিজ্ঞ

৩৪। (তখন তিনি বলিলেন, হে আদম! এই ফেরেস্তাদিকে) উহাদের নাম বলিয়া দাও। অতঃপর যখন সে (অর্থাৎ আদম) তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল (তখন) তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি, এবং আমি (ঐ সকলও) জানি যাহা তোমারা প্রকাশ কর এবং (ঐ সকলও) জানি যাহা তোমরা গোপন কর।

৩৫। (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা ফেরেস্তাগণকে বলিয়াছিলাম, আদমের আনুগত্য স্বীকার কর, তখন তাহারা আনুগত্য স্বীকার করিল, কিন্তু ইবলীস করিল না; সে অস্বীকার করিল এবং অহংকার করিল, এবং সে (পূর্ব হইতেই) কাফেরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৬। এবং আমরা বলিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানে বাস কর, এবং উহার মধ্যে যথেচ্ছা তৃপ্তির সহিত আহার কর, কিন্তু এই (অর্থাৎ অমুক) বৃক্ষের নিকট যাইও না, অন্যথায় তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

৩৭। এবং (ইহার পর এইরূপ ঘটিল যে) শয়তান উহা (তথা সেই বৃক্ষ) দ্বারা তাহাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটাইল এবং (এইভাবে) সে তাহাদিগকে সেই অবস্থা যাহার মধ্যে তাহারা ছিল উহা হইতে বহিষ্কৃত করিল। এবং আমরা (তাহাদিগকে) বলিলাম যে তোমরা এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের দুশমন এবং (স্মরণ রাখিও যে) তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতেই বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।

৩৮। অতঃপর আদম আপন রবের নিকট হইতে কিছু (দোয়ামূলক) 'কলেমা' শিক্ষা লাভ করিল, (এবং তদনুযায়ী দোয়া করিল) ফলে তিনি তাহার প্রতি (পুনঃ) কৃপাদৃষ্টি করিলেন, নিশ্চয় তিনি (বান্দাগণের বিপদের সময়) অত্যন্ত মনোযোগশীল ও বারবার করুণাকারী।

৩৯। (তখন) আমরা বলিলাম, তোমরা সকলেই ইহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাও। অতঃপর (স্মরণ রাখিও যে) যদি পুনরায় কখনও তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হইতে হেদায়ত আসে, তখন যে সকল ব্যক্তি আমার হেদায়তের অনুগমন করিবে, তাহাদের না কোন (ভবিষ্যতের) ভয় হইবে এবং না তাহারা (অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য) দুঃখিত হইবে।

৪০। এবং যাহারা কুফর করিবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিবে তাহারা নিশ্চয় দোযখে পতনুন্মুখ হইয়া আছে; সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে।

৫ম রুকু

৪১। হে বণী ঈসরাইল! আমার সেই নে'মতকে তোমরা স্মরণ কর, যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছিলাম। এবং তোমরা আমার (সহিত যে) অঙ্গীকার করিয়াছিলে উহা পুর্ণ কর, তাহা হইলে আমি যে অঙ্গীকার তোমাদের সহিত করিয়াছিলাম উহা আমি পুর্ণ করিব এবং আমাকেই (ভয় কর) পুনরায় (বলিতেছি যে) আমাকেই ভয় কর।

৪২। এবং ইহার (তথা এই কালামের) উপর ঈমান আন, যাহা আমি এখন নাযেল করিলাম, (এবং) ইহা তোমাদের নিকট যাহা (অর্থাৎ যে কালাম) আছে উহার তসদীক করে। এবং তোমরা ইহার সর্ব প্রথম কাফের হইও না, এবং আমার নিদর্শনাবলীর বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করিও না; এবং আমাকেই (ভয় কর) পুনরায় (বলিতেছি যে) আমাকেই ভয় কর।

৪৩। এবং জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং (জানিয়া বুঝিয়া) সত্যকে গোপনও করিও না।

৪৪। এবং নামাযকে কায়েম রাখ এবং যাকাত দাও এবং খোদার একনিষ্ঠ এবাদতকারীদের সহিত মিলিয়া নিষ্ঠার সহিত খোদার এবাদত কর।

৪৫। তোমরা কি (অন্য) লোকদিগকে সৎকাজ করিতে উপদেশ দাও এবং নিজেরা নিজদিগকে ভুলিয়া যাও, অথচ তোমরা কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) পাঠ কর, তবু কি তোমরা বুঝো না?

৪৬। এবং তোমরা সবুর ও দোয়ার দ্বারা (আল্লাহতায়ালার নিকট) সাহায্য যাচনা কর, এবং নিশ্চয়ই বিনয় অবলম্বনকারীগণ ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা সুকঠিন।

৪৭। (সেই বিনয়ী ব্যক্তিগণ) যাহারা (এই কথার উপর) একীন রাখে যে, তাহারা তাহাদের রবের সহিত মিলিত হইবে এবং ইহাও যে তাহারা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উৎসাহ, সাহস ও বীরত্ব

৪২৭। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : বীর ও পাহলোয়ান হইতেছে সেই ব্যক্তি; যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত ও কাবু রাখে।" ['বুখারী ; কিতাবুল আদব, 'বাবুল হিযর আনিল গাযাব ; ২:৯০৩, 'মুসলিম ; ২:১৯৬ পৃঃ]

সৎকর্ম, নম্রকথা. প্রফুল্লতা, ভাল মেলাপ, উপকারীর উপকার স্বীকার করা

৪২৮। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে ইরশাদ ফরমাইয়া ছিলেন :

"কোন নেকীকেও তুচ্ছ মনে করিবে না, যদিও প্রফুল্ল চেহারা নিয়া তোমার ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ কর (অর্থাৎ এইরূপে সাক্ষাৎ গ্রহণ করিবার পুণ্যটিকেও তুচ্ছ মনে করিবে না।" ['মুসলিম ; 'কিতাবুল আদব ; 'বাবু ইস্তেহবাবু তালাকাতিল ওয়াজহে ইন্দাল লিকা ; ২:২০৩]

৪২৯। হযরত আদিই বিন্ হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "দোযখের আগুন হইতে বাঁচ, যদিও খেজুরের এক অর্ধটা অংশই দেওয়ার সঙ্গতি হয়। যদি কাহারো নিকট কিছুই না থাকে, তবে সে নম্রতা, আন্তরিকতা এবং ভাল কথা দ্বারাই অন্যের উৎসাহ বর্ধন করিবে।" [বুখারী ; 'কিতাবুল আদব ; বাবু তাইয়েবুল কালাম ; ২:৮৯০ পৃঃ]

৪৩০। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যদি তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ দিয়া সাহায্য না করিতে পার, তবে অন্ততঃ উত্তম ব্যবহার, প্রফুল্লতা ও হাসি মুখে ত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবে, যাহাতে কিছু ত তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান হয়।"

বিনয়, বিনম্রতা

৪৩১। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক উষ্ট্রীর নাম "আসবা" ছিল। উহা কোন উষ্ট্রকেই আগে যাইতে

দিত না। দৌড়ে সবার চেয়ে আগে থাকিত। একদা এক গ্রাম্য যুবক আসিল। তাহার উষ্ট্রী দৌড়ে সকলের আগে চলিয়া গেল। মুসলমানগণ এই বলিয়া বড় দুঃখিত হইলেন যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তির উষ্ট্রী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীকে ডিঙ্গাইয়া গেল। হুজুর আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম লোকের এই দুঃখ অনুভব পূর্বক ফরমাইলেন: "আল্লাহতায়ালার চিরাচরিত নিয়ম (সুন্নত) এই যে, পৃথিবীতে যে-ই উচ্চ হয়, অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাহার অহঙ্কার ও গর্ব ভঙ্গ করিবার জন্য উহাকে নীচ করিয়া দেখাইয়া থাকেন।" ['বুখারী; 'কিতাবুল জিহাদ; 'বাবু নাকাতুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম; ১:৪০২ পৃঃ]

গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা, স্নেহশীলতা

৪৩২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা নম্র ব্যবহার করেন, নম্রতা ভালবাসেন, নম্রতার যে ফল দেন, কঠোরতার তাহা দেন না বরং অন্য কোন নেকীর তদ্রূপ ফল দেন না।" ['মুসলিম; 'কিতাবুল বিরে' ওয়াস সালাহ; 'বাবু ফাযলুর-রিফক; ২:৮৯ পৃঃ]

৪৩৩। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আমি কি তোমাদিগকে বলিব যে, আগুন কাহার জন্য হারাম? উহা হারাম ঐ সব লোকের জন্য, যাহারা লোকের নিকটে থাকে, অর্থাৎ তাহাদিগকে ঘৃণা করে না। তাহাদের প্রতি অমায়িক নম্র ব্যবহার করে। তাহাদের জন্য সহজ যোগায়, সহজ চায়।" ['তিরমিযি; 'সিফফাতুল কিয়ামাহ; ২:৭২ পৃঃ]

৪৩৪। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক জঙ্গলী আরব মসজিদে প্রস্রাব করিল। লোকেরা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে ধরিবে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "তাহাকে ছাড়। এক ডোল পানি বাহাইয়া দাও, যাহাতে প্রস্রাবের ক্রিয়া নষ্ট হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে সহজ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন; কঠোরতা ও কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়।"

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার,

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ।।
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য
খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ ।। [ফারসী দুররে সমীন]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর

অমৃত বানী

'আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক যদি পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে মানুষের ছল-চাতুরী তাঁহার গজবকে আরও উত্তেজিত করে।'

'লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফল হয় না, আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে সাচ্চা পরিবর্তন চান।'

"আল্লাহতায়ালা মানুষের হৃদয় দেখেন এবং তিনি মানব হৃদয়ের সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও গোপনতম ধ্যান-ধারনাকেও জানেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সাচ্চা দেলের সহিত আল্লাহর দিকে না আসে, লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফলোদয় হয় না। খোদাতায়ালা সত্যিকার পরিবর্তন চান। আমি দেখিতেছি যে এখনও উহা সৃষ্টি হয় নাই। যখন মানুষ সেই পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিবে তখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, লোকদের কিছু অংশও যদি ভাল হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা দয়াপরবস হইবেন। মানুষের সামনে নেক ও পূণ্যবান হওয়ার ভান করা এবং নিজেকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু বলিয়া প্রকাশ করা—ইহা আরও গুরুতর চাতুর্য। এরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে বড় বড় গোপন খারাপি থাকে। আমি দেখিতে পাই যে, জগতে বাহ্যিক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু খোদাতায়ালা আসলে দেখেন যে, তাঁহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ কিরূপ। যদি আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে এই সকল চালাকী-চাতুরী আল্লাহতায়ালার গজব ও ক্রোধকে আরও উত্তেজিত করে। মানুষের উচিত, আল্লাহতায়ালার সহিত পরিষ্কার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পূর্ণ ফরমাবরদারী ও এখলাস, আজ্ঞানুবর্তিতা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁহার বান্দাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। কোন ব্যক্তি হলুদ বর্ণের (গেরুয়া) কাপড় অথবা সবুজ লেবাস পরিধান করিয়া পীর-ফকীর সাজিতে পারে। দুনিয়াদার ব্যক্তিরা তাহাকে পীর-ফকীর বলিয়াও মনে করিয়া নেয়। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহকে ভালরূপেই জানেন যে সে কি ধরনের মানুষ এবং সে কি ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। সুতরাং প্রকৃত ও সঠিক চিকিৎসা এই যে মানুষ যেন খোদাতায়ালার সমীপে তাহার সকল গোনাহ হইতে তৌবা করে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমাসমূহ ভঙ্গ বা লঙ্ঘন না করে, তাঁহার মখলুক ও সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাহারও সহিত অসৎ ও দুর্ব্যবহার না করে, এবং এই সব কাজ এখলাস ও সরলতার সহিত সম্পাদন করে; লোকদেখানোর নিয়তে যেন না করে। মানুষ যদি নিজের মধ্যে এই প্রকারের পরিবর্তন সাধিত করে, তাহা হইলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহতায়ালা কৃপার সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।"

(মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৩)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[৫ই অক্টোবর ১৯৭৯ইং মসজিদে আহমদীয়া, ইসলামাবাদ]

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের দোওয়া এবং কুরবানী সমূহ খোদাতায়ালার নিকট গৃহীত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে খোদাতায়ালার প্রীতি ও কৃপা লাভ করিতে পারে না।

কাহারও নিজের পবিত্রতা, তাকওয়া ও ধার্মিকতার দাবী করা উচিত নয়; পাক ও মত্তাকী, পবিত্র ও ধার্মিক সে ব্যক্তিই যাহাকে খোদাতায়ালা পবিত্র ও ধার্মিক বলিয়া নিরূপিত করেন।

মানুষের কর্তব্য, খোদাতায়ালার নির্দেশিত পন্থায় সেই সকল সৎকর্ম (আমালে সালেহা) পালন করিয়া যাওয়া, যেগুলি পালন করিতে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন।

জান্নাতের অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও সোহাগ যেন হাসিল হয় এবং মানুষ যেন সেখানে তাহার মহানুভব রবের দৃষ্টিতে তাহার জন্য প্রীতি ও স্নেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

তাশাহুদ ও তাওয়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন : 'মানুষ শুধু খোদাতায়ালা হইতে দূরে সরিয়াই আমিত্বের চোগা পরিধান করে না, অহংকার ও গর্ব এবং নিজেকে বিশেষ কিছু মনে করার অভিশাপে জড়িত হইয়া পড়ে না, এবং সে শুধু খোদাতায়ালা হইতে দূরীভূত হওয়ার পথসমূহ অবলম্বন করার পরেই সেই প্রকারের আমিত্ব প্রদর্শন করে না যে প্রকারের আমিত্ব ফেরাউন انا ربكم الاعلى ('আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব') উচ্চারণ পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছিল, বরং খোদাতায়ালার উপরে ঈমান আনার পরেও ঐরূপ পরীক্ষা ও বিপদের দুয়ার মানুষের জন্য খোলা থাকে। দ্বীনে-ইসলাম আমাদিগকে ধর্মের এই বুনিয়াদী তত্ত্বই বুঝাইয়াছে যে, মানুষের কর্তব্য হইল আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশিত পন্থায়, এখলাস ও নিষ্ঠা এবং নেক নিয়তের সহিত তাঁহার আদেশকৃত আমলসমূহ পালন করা এবং সেই সকল কাজ হইতে বিরত থাকা যেগুলি তিনি নিষেধ করিয়াছেন। আমল সমূহ কবুল করা বা না করা—ইহা আল্লাহতায়ালার কাজ। মানুষের অজানা প্রচ্ছন্ন অতিগোপন দুর্বলতাসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া আল্লাহতায়ালার শান; মানুষের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে

ইসলামী শিক্ষার সার-কথা এই যে, 'সব কিছু করার পরও ইহাই মনে করিবে যে কিছুই কর নাই।' কেননা কবুল করা বা না করা তো আল্লাহতায়ালার কাজ। কোন ব্যক্তি দৃশ্যতঃ সারা রাত খোদাতায়ালার সমীপে দোওয়া করা সত্বেও খোদার প্রিয় হয় না, মালী কুরবানী, সময়ের কুরবানী, ইচ্ছা-বাসনা (নফস)-এর কুরবানী, ইজ্জতের কুরবানী দেওয়ার পরও মানুষ খোদাতায়ালার প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালা তাহার সেই সকল কুরবানী গ্রহণ করেন। এই বিষয়ে কুরআন করীমে এই নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে:

لا تزكوا انفسكم

অর্থাৎ, নিজেকে এবং একে অন্যকে (উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য) পাক-পবিত্র বলিয়া আখ্যাদান করিওনা। বিভিন্ন আয়াতে উক্ত বিষয়টি উহার বিবিধ দিক সহ বর্ণিত হইয়াছে। চেষ্টা করিব সংক্ষেপে খোৎবা দেওয়ার; ইহাতে কতখানি সফল হইতে পারিব তাহা আল্লাহতায়ালাই জানেন।

সুরা নজমে আল্লাহতায়ালা বলেন: هو اعلم بكم—জগতে খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কেহ তোমাদিগকে এতটা জানে না যতটা তিনি জানেন। আল্লাহতায়ালাই তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। ইহার পর দলীল দিয়াছেন, কেননা ইসলাম জ্ঞান ও হিকমতপূর্ণ ধর্ম।

اذ انشأكم من الارض—সেই সময় হইতে জানেন যখন তিনি পৃথিবীর উপাদান ও অনুপরমাণু সমূহকে তোমাদের দেহের অংশ বিশেষ হওয়ায় জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখনও তোমরা মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হও নাই কিন্তু তোমাদের দেহগঠনের উপকরণ হিসাবে সেগুলিকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। প্রতিটি মানুষ জগতের অনুপরমাণুর সমষ্টি বিশেষ; সেগুলি মানব দেহের অংশে পরিণত হয়।

انشأكم من الارض—যখন তিনি তোমাদিগকে এই পৃথিবী হইতে উদ্ভাবিত করেন সেই সময় হইতে তিনি তোমাদিগকে জানেন যে ইহার অনুপরমাণু সমূহের কিয়দাংশের দ্বারা অমুক মানবদেহ গড়িয়া উঠিবে এবং অপর কিয়দাংশের দ্বারা অমুকের দেহ গঠিত হইবে।

واذ انتم اجنة فى بطون امهاتكم—এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের জঠরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলে, যখন তোমরা ভূমিষ্ঠও হও নাই, তখনও খোদাতায়ালা তোমাদিগকে জানিতেন। তোমরা কি তখন নিজদিগকে জানিতে? না; কোন মানুষ স্বজ্ঞানে এই দাবী করিতে পারে না যে মাতৃ-গর্ভে থাকা কালে সে নিজের সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিল। এমন কি জন্মের পরবর্তী ঘটনাবলীও সে জানিতে পারে না। কোন কোন অতিমেধাবী ছেলে-মেয়ে আছে যাহাদের অতিশৈশব কালের কথা স্মরণ থাকে। কিন্তু জন্মের পারে পরেই শিশুর মুখ দিয়া যে চীৎকার বাহির হয় উহা কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে না। কিন্তু খোদাতায়ালা বলেন, 'আমি তোমাদিগকে সেই সময় হইতে জানি যখন তোমরা তোমাদের মায়ের জঠরে আবৃতাবস্থায় ছিলে। এজন্য فلا تزكوا انفسكم—তোমরা স্বীয় পবিত্রতার দাবী আমার সামনে করিও না। هو اعلم بمن اتقى—খোদা জানেন, তোমাদের মধ্যে কে মুত্তাকী এবং কে মুত্তাকী নয়।

সুরা আলে ইমরানের ৭৮তম আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন :

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ٥

অর্থাৎ, জগতে এরূপ কিছু লোক আছে যাহারা খোদাতায়ালার সহিত বড় বড় অঙ্গীকার করে—কুরবানী ও ত্যাগস্বীকার করার, তাঁহার পথে মাল পেশ করার, আত্মোৎসর্গিত হওয়ার এবং নিজেদের সন্তানকে ওক্‌ফ করার ইত্যাদি, এবং শপথ করিয়া বলে যে তাহাদের রবের সহিত কৃত ওয়াদা তাহারা নিশ্চয় পূর্ণ করিবে। কিন্তু পরে তাহাদের জীবনে এরূপ এক সময় উপস্থিত হয় যখন তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ও ওয়াদা এবং কসমের বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব মূল্য গ্রহণ করে; দুনিয়ার অর্থ ও সম্পদের বিনিময়ে তাহারা তাহাদের ওয়াদা ও কসম বিস্মৃত হয়। জাগতিক সম্মান-সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য এবং নির্বাচন লব্ধ ক্ষমতা ও পদমর্যাদা তাহাদিগকে দুনিয়ার দিকে টানিয়া নেয় এবং খোদা হইতে দূরে লইয়া যায়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, জগতে তাহারা এরূপ কার্যসমূহ করিয়া থাকে কিন্তু আখেরাতের কোন অংশ তাহারা পাইবে না। ইহার চাইতেও মারাত্মক কথা এই যে কিয়ামতের দিন খোদাতায়ালা তাহাদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া তাহাদের সহিত কথা বলার মত উপযুক্ত বলিয়াও তাহাদিগকে মনে করিবেন না ولا ينظر اليهم এবং তাহাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না, প্রীতি ভরে তাহাদের দিকে তাকাইবেন না। ولا يزكيهم তাহাদের জীবদ্দশায় তাহাদের বড় বড় দাবী ছিল যে তাহারা পাক-পবিত্র, কিন্তু ولا يزكيهم — কিয়ামতের দিবসে খোদাতায়ালা ঘোষণা করিবেন যে, 'আমার দৃষ্টিতে এই সকল লোক পাক-পবিত্র নয়।' আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন না বরং তিনি তাহাদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছেন। খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে পাক ও পবিত্র যাহারা, তাহাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার তাহারা পাইবে না—সেই পুরস্কার, যাহা খোদার দৃষ্টিতে মনোনীত পাক ও পবিত্রদের জন্য কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহার বর্ণনা আমরা এখনই শুনিব, বরং বেদনাদায়ক আযাব তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সুরা নেসাতে আল্লাহতায়ালা বলেন :

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ٥ الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا ٥ (آيت ٤٩-٥٠)

অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করাকে কখনও ক্ষমা করিবেন না, এবং ইহার নিম্নতর যে কোন গোনাহ যে-কাহারও পক্ষে তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহতায়ালার রহমত (যেমন, বলা হইয়াছে رحمتى وسعت كل شئ)

প্রতিটি জিনিসকে বেষ্টন করিয়াছে। একদিন আমি চিন্তামগ্ন হইলাম যে, মুশরেককে সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষমা না করাও খোদাতায়ালার উক্ত রহমতের পরিপন্থি বলিয়াই প্রতীয়মান হয় আমার মত অধম ও অক্ষম মানুষের দৃষ্টিতে। কিন্তু তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, শের্‌ক ব্যতীত অন্যান্য সকল পাপ খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ফজল ও রহমত নাযেল হইলে, সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেন কিন্তু শের্‌ক সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেন না, উহার শাস্তি অবশ্য লাঘব করিয়া দেন। উহার শাস্তি সম্বন্ধে কুরআন করীমে কোথায়ও ঘোষণা করেন নাই যে 'শের্‌ককারীর জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে উহা আমি হ্রাস করিব না।' বরং বলিয়াছেন, শের্‌করূপ গোনাহ ক্ষমা করিব না, উহার শাস্তি নিশ্চয় দিব।' আল্লাহ বলিতেছেন যে যদি কেহ আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে মহাপাপ করিয়াছে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়াছে।

তারপর আল্লাহতায়ালা বলেন: الم ترى الى الذين يزكون انفسهم —তোমরা কি দেখ না যে, এরূপ মুমেনগণ যাহারা একই সঙ্গে শেরকের মধ্যেও লিপ্ত, তাহারা ইহা সত্বেও দুনিয়াতে নিজেদের আত্মশুদ্ধির বড় বড় দাবী করে এবং বুঝে না যে بل الله يزكى من يشاء —প্রকৃত আত্মশুদ্ধি আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে হাসিল হইয়া থাকে এবং উহাই সত্যিকার আত্মশুদ্ধি, যাহা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধি। আল্লাহতায়ালা বলেন, উক্ত লোকদিগকে আমি শুদ্ধিপ্রাপ্ত ও পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত করি না বরং তাহাদিগকে শাস্তি দিব, যেমন পূর্বেও উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ولا يظلمون فتيلا —সেই আজাব বা শাস্তি তাহারা তাহাদের গোনাহর কারণে, খোদাতায়ালাকে অসন্তুষ্ট করার কারণেই পাইবে; তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হইবে না।

এখন আমি আর একটি আয়াত লইতেছি, যে আয়াতটিতে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে ঈমানের পাশাপাশি শের্‌কও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুরা ইউসুফে আল্লাহতায়ালা বলেন:

و ما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ٥ افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ٥ (ايت ١٠٧-١٠٨)

—"এবং তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপরে ঈমান রাখে না কিন্তু'—বাক্যটির মধ্যে 'না'-এর সম্পর্ক আয়াতের পরবর্তী অংশের সহিত রহিয়াছে অর্থাৎ তাহারা ঈমানও রাখে و ما يؤمن اكثرهم بالله—তাহাদের অধিকাংশ যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাহাদিগকে দেখা যায় তাহারা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে খোদাতায়ালার সহিত শের্‌কও করিতেছে। ঈমানের দাবীও আছে এবং শের্‌কপূর্ণ আমল করিয়া চলিয়াছে। উভয় অবস্থা পাশাপাশি তাহাদের জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। (و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون) তারপর আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহতায়ালার আজাব সমূহের মধ্য হইতে কোন কঠিন আজাব তাহাদের উপর আসিতে পারে অথবা পূর্ব হইতে যে মুহূর্তটির সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া আছে

উহা যে হঠাৎ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, সে বিষয়ে কি এই সকল লোক নিরাপদ ও নির্ভয় হইতে পারিয়াছে? وهم لا يشعرون—অথচ তাহারা বুঝিয়াও উঠিতে পারিবে না, এরূপ হঠাৎ খোদাতায়ালার শাস্তি তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

সুরা নুরে আল্লাহতায়ালা বলেন যে যদি তোমরা 'তাযকিয়া' (চিত্ত-শুদ্ধি) কামনা কর, পবিত্রতাকে পছন্দ কর এবং খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে তোমরা পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে চাও, তাহা হইলে উহার উপায় ও পন্থা এই: يا ايها الذين امنوا .. পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন বলা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এরূপ লোক যাহারা আল্লাহতে বিশ্বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শের্‌কও করিতে থাকে (وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون) এখন এই আয়াতে (যাহা আমি পাঠ করিতে যাইতেছি) উহার পরবর্তী অংশে এক ব্যাপক বিষয়-বস্তু ব্যক্ত করিয়া আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, যখন তোমরা ঈমান আনিয়াছ, তখন তোমরা আর ছোট-বড় গোনাহ করিবে না; সেগুলি হইতে সাবধানতার সহিত আত্মরক্ষা করিবে। আল্লাহ বলেন:

يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر . ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم ٥ (سورة النور آيت: ٢٢)

অর্থাৎ—হে মুমেনগণ! যদি তোমরা ঈমান আনায়নের পর সেই প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করিতে চাও যাহা খোদাতায়ালার মুতাহ্‌হার ও পবিত্র বান্দাগণ তাহাদের রব্বে করীমের তরফ হইতে পাইয়া থাকে, তাহা হইলে এই উপদেশটি দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না, এবং স্মরণ রাখিও যে, যে-কেহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, (তাহার জানা উচিত) শয়তান পাপের আদেশই দিয়া থাকে, فحشاء তথা অপছন্দনীয় বিষয়ের আদেশই দিয়া থাকে—সেই সকল অশোভনীয় বিষয়ের আদেশ, যেগুলিকে খোদাতায়ালাও পছন্দ করেন না, যেগুলিকে তোমাদের শুদ্ধ ও নির্মল ফিৎরাৎ বা প্রকৃতি-স্বভাবও পছন্দ করে না।

ولولا فضل الله عليكم ورحمته

—যদি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমত তোমাদের উপরে না থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কেহই পবিত্রতার অধিকারী হইতে পারিত না। পবিত্র হওয়ার জন্য খোদাতায়ালার ফজল ও রহমতের প্রয়োজন। لكن الله يزكى من يشاء—কিন্তু আল্লাহতায়ালা চাহেন যেন তাঁহার বান্দাগণ তাঁহার দৃষ্টিতে পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত হয়—সেইজন্য তিনি এরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার বান্দাগণ তাঁহার ফজল ও রহমতকে আকর্ষণ ও আহরণ করিতে পারে। রহমত ও ফজলকে আকর্ষণ করার জন্য বহুবিধ পন্থা তিনি বলিয়া দিয়াছেন। যেমন, ইহা ঘোষণা করিয়াছেন: قل ما يعبؤا بكم ربى لولا دعائكم (الفرقان: ٧٨)

অর্থাৎ—যদি তোমরা দোওয়ার আশ্রয় গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি খোদাতায়ালার কি পরোয়া থাকিতে পারে? তাঁহার ফজল ও রহমত তোমরা কিরূপে হাসিল

করিতে পার ? ولكن الله يزكى من يشاء —খোদাতায়ালা যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকেই তিনি পাক ও মতাহ্‌হারে পরিণত করেন, তাহাকেই পবিত্রতার অধিকারী করেন। والله سميع —এবং খোদাতায়ালা দোওয়া শ্রবণকারী ; তিনি সেই সকল বান্দাকেই সঠিকরূপে দোওয়া করার তওফিক দান করেন ও তাহাদের দোওয়া শুনেন এবং শুনিয়া তাহাদিগকে শয়তানী আক্রমণ সমূহ হইতে রক্ষা করেন, অহংকার ও গর্ব তাহাদের স্বভাবে, তাহাদের কর্মে সৃষ্টি হইতে দেন না এবং খোদাতায়ালা যেমন পছন্দ করেন যেন তাহারা (রূহানী) আকাশ-মালার দিকে উড্ডীন হইয়া তাঁহার সমীপবর্তী ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়, তদনুযায়ী তাহারা রূহনী আকাশ মালার দিকে বিচরণ করিয়া তাঁহার নৈকট্যকে লাভ করে ; তাহারা মৃত্তিকার দিকে অবনত হইয়া উহাতেই প্রথিত হইয়া পড়ে না।

والله سميع —আল্লাহ্‌তায়ালা দোওয়াসমূহ শ্রবণকারী—বাহ্যিক (অন্তঃসার শূণ্য) দোওয়া শ্রবণকারী নহেন, বরং তিনি عليم (সর্বজ্ঞ)—ইহা মনে করিও না যে তোমাদের বাহ্যিক, লোক-দেখানো আহোজারী, চিল্লা-চীৎকার ও কান্নাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন ; তিনি তো তোমাদের অন্তর স্থিত গোপন কথাগুলিও জানান। নেক নিয়ত, এখলাস, সরল অন্তঃকরণ, নিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গের মনোবৃত্তি ও আল্লাহরই প্রেমে এবং তাঁহার প্রিয় মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এশক ও মহব্বতে বিভোর হইয়া তাঁহার সমীপে প্রণত হও, তিনি তোমাদের দোওয়াসমূহ কবুল করিবেন, স্বীয় রহমত ও ফজলের উত্তরাধিকারী করিবেন এবং তোমাদিকে মুতাহ্‌হার ও পবিত্রতার অধিকারী করিবেন।

সুরা আ'লাতে বলিয়াছেন : قد افلح من تزكى (اية : ١٥) —যে ব্যক্তি এইরূপে আত্ম-শুদ্ধি ও পবিত্রা লাভে চেষ্টিত হইয়াছে, সে ব্যক্তিই সফলকাম হইতে পারিয়াছে। পবিত্র ও পবিচ্ছন্ন পথ সমূহে খোদাতায়ালার ফজলে চলার তওফিক যে লাভ করিয়াছে সে বিফল মনোরথ হইতে পারে না। সুরা 'তাহা'তে আল্লাহ্‌ বলেন :

ومن ياته مؤمنا —তারপর যে ব্যক্তি قد افلح من تزكى-এর মর্ম অনুযায়ী কার্যসমাধার পর খোদাতায়ালার নিকট মুমেন হিসাবে উপস্থিত হয়। মুমেনের উল্লেখ তো পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে আসিয়াছে। কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য মুমেন বলিতে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায় যে আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমেন এবং যাহার আমল সমূহে শের্‌ক—প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য, জাহের ও বাতেন—কোন প্রকারের শেরকের সংমিশ্রন থাকে না।

ومن ياته مؤمنا

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি পাক ও পবিত্রতার অধিকারী হওয়ায় যত্নবান ও সচেষ্ট হইয়াছে এবং খোদাতায়ালার সমক্ষে এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে যে, খোদাতায়ালার দৃষ্টিও তাহাকে পাক ও পবিত্রতার অধিকারী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং قد عمل الصالحات —এরূপ অবস্থা ও মর্যাদার অধিকারী মুমেন যে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নেক ও সৎ কর্ম সম্পাদন করিয়াছে, অর্থাৎ খোদাতায়ালা যে স্থান-কালে যেরূপে সুকর্ম (আমলে সালেহ) পালনের অনুমতি ও আদেশ দিয়াছেন তদনুযায়ী সে সকল সৎকর্ম পালন করিয়াছে।

فاولئك لهم الدرجات العلى (٢٠ : طه)

—সুতরাং ইহারাই সেই সকল লোক যাহারা সুউচ্চ মার্গসমূহের অধিকারী হইবে। ঐ সকল উচ্চ দারাজাত বা মার্গসমূহ কি? جنت عدن—সেগুলি হইল চিরস্থায়ী জান্নাত বা বাগান। এখানেই বোধ হয় এক খোৎবাতে আমি এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করিয়াছিলাম। خالدين فيها এরূপ স্থান যাহা স্বীয় উপকারীতাকে কায়েম ও সচল রাখিবে এবং মুত্তাকীগণ উহা হইতে যাহা কিছুই গ্রহণ করিবে তাহাতে কখনই কমি বা অভাবের সৃষ্টি হইবে না এবং তাহাদের নিজেদের জীবনও কখনও নিঃশেষিত হইবে না।

خالدين فيها و ذالك جزاء من تزكى (طه : ٧٧)

—সেই ব্যক্তির জন্য ঐ প্রতিদান বা পুরস্কার, যে খোদার দৃষ্টিতে পাক ও পবিত্রতার অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যাহারা নিজেদের সম্বন্ধে পবিত্রতার বড় বড় দাবী করিয়াছে, (যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ আছে) কিন্তু খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে যাযারা পাক ও পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য এই পুরস্কার নয়।

এই যে আয়াতগুলি আমি উপরে পেশ করিয়াছি, এইগুলির মধ্যে আমরা পনের (১৫)-টি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই:

(১) খোদাতায়ালা তোমাদিগকে সর্বোত্তম ও সম্যকরূপে জানেন। যেমন আমি বলিয়াছি, তিনি সেই সময় হইতে মানুষকে জানেন, কুরআন করীম অনুযায়ী যখন আমরা তথা মানবদেহ সমূহ পৃথিবীর উপকরণ ও অনুপরমানু সমূহের মধ্যে আবর্তিত হইতেছিল।

তারপর যখন তোমরা মাতৃগর্ভে গোপন ছিলে; যে অবস্থায় কোন চেতনা ছিল না; Consciousness অর্থাৎ এই অনুভূতি ছিল না যে তোমরা মাতৃগর্ভে আছ; শিশুদের এরূপ চেতনা বা অনুভূতি থাকে না; সেই সময় হইতে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে জানেন। ইহা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন কথা বা বিষয়ই খোদার নিকট গোপন নহে। খোদাতায়ালা আমাদের সম্বন্ধে সেই সময় হইতে ওয়াকেফহাল, যখন আমরা তথা মানব-দেহ মাটির অনুপরমানুগুলির মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং সেগুলিকে বায়ু এদিক-সেদিক উড়াইয়া ঘুরাইতে ফিরাইতে থাকিত। তারপর খোদাতায়ালা সেগুলিকে এক সময়ে বিভিন্ন কায়দায় একত্রিত করিলেন। এখন সেই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই আদেশ দিয়াছেন যে, নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিও না।

(৩) তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তমরূপে জানেন, কে মুত্তাকী (প্রকৃত ধার্মিক)। কেহই নিজের সম্বন্ধে সে প্রকৃত, সত্যকার ও চূড়ান্তরূপে মুত্তাকী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না এবং অন্য কাহারও পবিত্রতা সম্বন্ধেও সে এরূপ ঘোষণা করিতে পারে না।

(৪) চতুর্থতঃ, আল্লাহ্ বলেন, কতক লোক খোদাতায়ালার সহিত বড় বড় ওয়াদা ও অঙ্গীকার করে, বড় বড় কসম খায় এবং শপথ করিয়া মানুষের সামনে বলে যে তাহারা

আত্মোৎসর্গীকৃত এবং খোদার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার কুরবানীকারী ও মহাত্যাগী, কিন্তু যখন দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও পণ্য সামগ্রী তাহাদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত শপথ-কসম ও ওয়াদা-অঙ্গীকারকে তাহারা জলাঞ্জলি দিয়া দুনিয়া ও পার্থিব স্বার্থকে অগ্রগণ্য করে এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও শপথ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

(৫) পঞ্চমতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে ঐরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না, এবং যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট আয়াতে তিনটি কথা বলা হইয়াছে: এক, পরকালে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না। ইহা বলেন নাই যে, তাহাদের জন্য পরকালে স্বল্প পরিমাণ অংশ হইবে, বরং বলিয়াছেন, কোন অংশই হইবে না। আর আখেরাত ও পরকালীন জীবনের শান ও মাহাত্ম্য এই বর্ণিত হইয়াছে যে, সেখানকার জীবনের উপযোগী সেই সকল জান্নাত (বাগান), ফল, পানি, মধু, গোস্ত (لحم طير مما يشتهون) যেগুলি তোমরা পছন্দ করিবে, ঐ সবই তোমরা পাইবে। এই সব কিছুই ঠিক, কিন্তু মৌলিকভাবে আখেরাতের জীবনের প্রকৃত মাহাত্ম্য হইল, এই যে, খোদাতায়ালা তাঁহার বান্দাদের সহিত কথা বলিবেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আখেরাতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কোনই অংশ নাই, খোদাতায়ালা তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না। তৃতীয় বিষয় ইহা বলা হইয়াছে যে, কৃপা-দৃষ্টিতে তাহাদেরদিকে দেখিবেন না। কোন কিছুই তো খোদাতায়ালার দৃষ্টির বহির্ভূত নয়; কেহও তাহার কাছে গোপন নয়, প্রতিটি জিনিস তাঁহার গোচরীভূত। তাহা হইলে এখানে আল্লাহ্ যে বলিয়াছেন لا ينظر اليهم ('তিনি তাহাদের দিকে তাকাইবেন না') ইহা কৃপা-দৃষ্টিকে বুঝাইতেছে। খোদাতায়ালার চোখে তাহারা স্নেহ-মমতা দেখিতে পাইবে না, এবং ইহা এক বিরাট বঞ্চনা। জান্নাতের অন্যতম মাহাত্ম্য হইল আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বাক্যালাপে ভূষিত হওয়া তেমনি সেখানে যেন মানুষ তাহাদের রব্বে-করীমের দৃষ্টিতে তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তারপর তাহাদের আর কি চাই।

(৬) ষষ্ঠ কথা ইহা বলা হইয়াছে যে, এই সকল ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে কহ্‌রের জলওয়া (রুদ্র বহিঃপ্রকাশ) প্রত্যক্ষ করিবে।

(৭) সপ্তম কথা এই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা শের্‌ককে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেন না। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করিলে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহ ক্রমে কোন শের্‌ককারীর শাস্তি কম করিয়া দিতে পারেন কিন্তু সম্পূর্ণ শের্‌ক ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন না। ইহা এক জবরদস্ত ঘোষণা এবং আমাদের জন্য চিন্তা-ভাবনার এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেননা চিন্তা করিয়া দেখিলে, খোদাতায়ালার কহরের জাহান্নামে একটি মুহূর্তের জন্যও বাস করা মানুষের পক্ষে সহনীয় নয়। আমাদের বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা, প্রকৃতি ও স্বভাব এক মুহূর্তও জাহান্নামী জীবন বরদাস্ত করার জন্য প্রস্তুত নয়। অতএব, ইহা বলা হইয়াছে যে, শের্‌ক হইতে বাঁচ। কেননা

যদি শের্‌ক কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই আমার কহরের জাহান্নামের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। স্বল্পকালের জন্য, না দীর্ঘকালের জন্য, তাহা নির্ভর করে আল্লাহ্‌র রহমতের উপরে। সে বিষয়ে আমরা — অধম-অক্ষম বান্দাগণ — কি করিতে পারি?

(৮) অষ্টম বিষয় ইহা বলা হইয়াছে যে, জগতে এরূপ কতিপয় লোক আছে যাহারা নিজেদের পবিত্রতা সম্বন্ধে ঢেঁড়া পিটায় যে তাহারা অতি পবিত্র। অথচ পবিত্র তাঁহারাই, যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা নিজে পবিত্র সাব্যস্ত করেন।

(৯) নবম কথা বলা হইয়াছে যে, যাহারা নিজেদের পাক-পবিত্রতা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া প্রচার করে তাহারা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে পাক ও পবিত্রতার অধিকারী নয় বরং তাঁহার নিকট শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

(১০) দশম কথাটি এই যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে শের্‌কে জড়িত ও লিপ্ত থাকে। শের্‌ক শত-সহস্র প্রকারের—যেমন প্রতিমার শের্‌ক। মুশরেকগণ আবার প্রতিমাগুলিকে বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়াছে—কাষ্ঠ, লৌহ, প্রস্তর, মৃত্তিকা, হস্তি-দন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক ও মনি-মানিক্য নির্মিত প্রতিমা। কত রকমের প্রতিমা তাহারা বানাইয়াছে! কিন্তু ইহা চিন্তা করে নাই যে এই সকল প্রতিমা সহ তাহারা সোজা জাহান্নামে যাইবে। এক তো এই প্রকারের খোলাখুলি এবং Crude ধরনের শের্‌ক যাহা মানুষ করিয়া থাকে। আর এক শের্‌ক রাজনৈতিক ক্ষমতার শের্‌ক। তেমনি সুপারিশের পিছনে মানুষ ছুটিয়া বেড়ায়। খোদাতায়ালার উপর তওক্কুল করে না, সুপারিশের উপর অধিক ভরসা করা হয়। আর এক শের্‌ক আছে উৎকোচ রূপী। ঘুষকে প্রতিমা রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের কাজ দোওয়ার দ্বারা সাধিত হইবে না; ঘুষের দ্বারা হইয়া যাইবে। তারপর শের্‌ক আছে 'নফস' বা প্রবৃত্তির স্থূলতার আকারে। মানুষ মনে করে, সে এমন বা তেমন, সে অমুক বা তমুক। আমি পূর্বেও ইতিহাসের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি। আমাদের এক মুসলমান বাদশাহ যনি (স্পেনে) 'আল-হামরা' রাজপ্রসাদ নির্মান করাইয়াছিলেন, তাহার মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তিনি কত মহান সম্রাট যে, কয়েক হাজার মজুর 'আল-হামরা' মহলটির নির্মাণ-কার্যে নিয়োজিত। শুধু পাথর খোদাইয়ের কাজই কয়েক হাজার মজুর করিতেছিল। তাহারা ছিল সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত শীর্ষস্থানীয় কারিকর ও সুনিপুন শিল্পী। তাহার নফ্‌স, তাহার আমিত্ব তথা শয়তান তাহার উপর এত প্রবল হইয়া পড়িল যে, সে সর্বত্র শুধু তাহার আমিত্বের জলওয়া দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহার কোন নেকী পূর্ব হইতে কবুল করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালা তখন ফেরেস্তাদিগকে বলিলেন, 'আমার এই বান্দাকে যাইয়া বল, তাহাকে হুঁশিয়ার কর, তাহাকে সযত্নে রক্ষা কর।' সুতরং খোদাতায়ালার আদেশে পতনোন্মুখ বাদশাকে পদস্খলন হইতে বাঁচানো হইল। সহসা তাহার মধ্যে চেতনাবোধ জাগিয়া উঠিল, 'আমি খোদাতায়ালাকে ছাড়িয়া কোথায় আমিত্বের জোয়ারে ভাসিয়া চলিয়াছি!' সে তৎক্ষণাৎ অশ্ব' হইতে লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল, এবং কোন

মুসাল্লা ছাড়া খালি মাটিতেই সেজদাবনত হইল। মহল হইতে সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'আমি এই মহলে এক মুহূর্তও থাকিতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহাকে এক নুতন সাজে সাজান হয়। لا غالب الا الله

—('আল্লাহ্ ভিন্ন কেহ প্রবল নয়')—এই শির নাম হইবে ইহার Motive।' প্রাসাদের একটি কক্ষের ভিতর চতুর্দিকে প্রায় দুই আড়াই গজের কাঠামোতে কোথাও ছোট, কোথাও বড় অক্ষরে لا غالب الا الله—বাক্যটি সুনিপুন কারুকার্যে খচিত রহিয়াছে। এতদ্বারা তাহারা উহাকে নুতন সজ্জায় সজ্জিত করে।

যদি কেহ তাহার অন্তরে সত্যিকাররূপে لا غالب الا الله—বাক্যটির মর্ম উপলব্ধি করে, তাহা হইলে আমিত্ব তাহাতে টিকিতে পারে না। لا غالب الا الله—এর কার্যকরী ঘোষণার মাধ্যমে সেই বাদশাহ্ তাহার আমিত্বকে হত্যা করিয়া দেয়, নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় তাহার অহংকে, এবং যখন প্রাসাদটি لا غالب الا الله—এর চন্দ্রাতপতলে আসিয়া যায়, তখন বাদশাহ্ও উহাতে আসিয়া যান এবং সেখানে তিনি বাস করিতে আরম্ভ করেন।

আমি সেখানে গিয়া ঐ দৃশ্য দেখিলাম। নামাজের জন্য একটি ছোট হুজরাও বানানো আছে। আমি মনসুরা বেগমকে (হুজুরের বেগম সাহেবা—অনুবাদক) বলিলাম, (বাদশাহ সালামতের তরফ হইতে তো ইহার অনুমতি দেওয়া নাই তথাপি আমি তাঁহাকে বলিলাম) 'এখানে সেজদা করিয়া দোওয়া করিয়া লও ঐ সকল পুণ্যবানদের জন্য।' সুতরাং তিনি সেখানে সেজদা করিলেন। আমিও দোওয়া করার তওফিক পাইলাম। এক সময়ে এই সব জিনিসই ইনশাআল্লাহ ইসলাম পুনরায় লাভ করিবে।

মোট কথা, এই আয়াত সমূহে আল্লাহতায়ালা বলেন, কতিপয় লোক নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া নির্ধারণ করে, নিজেদের পবিত্রতার ঢেড়রা পিটায়। অথচ (উল্লিখিত আয়াত সমূহ অনুযায়ী) এই সকল লোক খোদার দৃষ্টিতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত; তাহারা পবিত্র নয়; তাহাদের অধিকাংশই ঈমানের দাবীর সংগে সংগে শের্কও করিয়া চলিয়াছে—যেমন, শের্কের দৃষ্টান্ত সমূহ আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, এবং বাদশাহ্ সালামতের দৃষ্টান্তও বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে আল্লাহতায়ালা শের্কের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং দৃঢ় ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তারপর আল্লাহ বলেন যে তোমরা যদি পবিত্র হইতে চাও তাহা হইলে শয়তানের প্রতিটি আক্রমণ হইতে নিজদিগকে বাঁচানো ও নিরাপদ রাখা জরুরী, এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, বরং আল্লাহ তায়ালার ফজল ও তাঁহার রহমতকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় ও পন্থা কুরআন করীমে নির্দেশ করা হইয়াছে সেগুলিতে পরিচালিত হইয়া তাঁহার ফজল ও রহমত লাভ করার জন্য চেষ্টিত থাক।'

(১৩) যদি খোদাতায়ালা তোমাদিগকে উক্ত প্রচেষ্টায় সাফল্য দান করেন, (প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালাই স্বীয় ফজলের দ্বারা পবিত্র হওয়ার তওফিক দিয়া থাকেন), যদি তোমরা তোমাদের দোওয়া ও সৎকর্ম সমূহের দ্বারা তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করিতে পার, তাঁহার মাগফিরাত যদি তোমাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ঢাকিয়া দেয়, তাঁহার ফজল যদি তোমাদের আমল অপেক্ষা অধিক পুরস্কার দান করে এবং তাঁহার রহমতের সাগরে তোমরা গোসল করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলেই তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।

(১৫) সফলতা ও পুরস্কারের যে বিষয় উক্ত আয়াতগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইল সুমহান মর্যাদা ও মার্গ সমূহ। الدرجات العلى —— অতি উচ্চ দর্জা সমূহ দান করা হইবে। এখানে আমি মনে করি, এদিকেই ইশারা করা হইয়াছে যে, খোদাতায়ালা তোমাদের সহিত কালাম করিবেন এবং তোমরা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিবে। আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও সন্তুষ্টির নজর তোমাদের উপর পড়িবে। এবং উহা ব্যতীত আরও নিম্ন পর্যায়ের ফজল সমূহও তোমরা লাভ করিবে। সেখানে জান্নাত সমূহ থাকিবে, যেগুলি সকল প্রকারের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের উপকরণে ভরপুর হইবে। সেখানকার জীবনে দেহ ও আত্মার উপযোগী প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজন পুরা করা হইবে। এই জান্নাত সমূহ চিরস্থায়ীরূপে কল্যাণকর হইবে। জান্নাতবাসীগণ সেগুলি হইতে চিরকাল ফায়দা লাভ করিতে থাকিবে। আল্লাহতায়ালা তাঁহার ফজল ও রহমতের দ্বারা আমাদিগকে ঐ সকল জান্নাতের ওয়ারিশ হইবার তওফিক দিন। (দৈনিক আল-ফজল' ১৮ই আগষ্ট ১৯৮০ইং)

অনুবাদ—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহর ৫ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার ৫ম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা, দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া দ্বিতল মসজিদে ১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে আল্লাহতায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিস হইতে আগত প্রায় দেড় শত আনসার অর্থাৎ ৪০ বৎসরের উর্ধে যাঁহাদের বয়স এরূপ প্রবীণ আহমদীগণ উক্ত ইজতেমায় যোগদান করেন। এই বরকতপূর্ণ ইজতেমা ১২ই সেপ্টেম্বর বাদ জুমা আরম্ভ হয় এবং দৈনিক নামাজ তাহাজ্জুদ ও পাঁচওক্ত নামাজ বাজামাত আদায় সহ দ্বীনি-তরবিয়তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্বন্ধে জামাতের মুরুব্বী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সারগর্ভ ও ঈমান-উদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান ও সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুলআহমদীয়ার
৯ম বার্ষিক ইজতেমার সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ইং রোজ শুক্রবার (বাদ জুমাআ), শনিবার ও রবিবার ৩ দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী নিম্নরূপ :

১। কুরআন তেলাওত প্রতিযোগিতা : খোদ্দাম ও আতফাল

২। নযম (উর্দু) প্রতিযোগিতা :— খোদ্দাম ও আতফাল

৩। বক্তৃতা প্রতিযোগিতা : খোদ্দাম : লটারীর মাধ্যমে। (ক) এতায়াতে নেজাম (খ) ইসলামী খেলাফত (গ) খতমে নবুওতের তাৎপর্য (ঘ) সদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ) (ঙ) উসওয়ায়ে হাসানা (চ) প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা (ছ) আল্লাহ্-তায়াতালার অস্তিত্ব (জ) শত বার্ষিকী জুবলী প্রোগ্রাম।

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা : আতফাল :— (ক) নামাজের গুরুত্ব (খ) ওফাতে মসীহ (আঃ) (গ) সদাকাত মসীহ মওউদ (আঃ) (ঘ) পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি কর্তব্য (ঙ) জামাতে আহমদীয়ার পরিচয়।

৪। পগয়াম রেসানি বা সংবাদ প্রেরণ
প্রতিযোগিত :—দলীয় ভাবে : খোদ্দামের জন্য।

৫। স্মরণশক্তি প্রতিযোগিতা :
ব্যক্তিগত পর্যায়ে :—আতফালের জন্য।

৬। প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা :
দলীয়ভাবে :—খোদ্দাম ও আতফালের জন্য।

৭। ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা :
খোদ্দাম :—ইসলামী ইবাদত ইসলামী নীতি-দর্শন, ফতেহ ইসলাম এবং বক্তৃতার বিষয়াবলী অবলম্বনে।

ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা : আতফাল :—রাহে ইমান ওফাত মসীহ, নামাযতত্ব পুস্তক এবং বক্তৃতার বিষয়াবলী অবলম্বনে।

৮। খেলাধূলা :

৯। ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী খোদ্দাম ও আফফালের নিয়মিত অধিবেশনে যোগদানকারীদের উপস্থিতি, উত্তম চরিত্র, উত্তম ব্যবহার ইত্যাদির উপর পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

১০। বাজেট অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধকারী মজলিসকে 'সনদে-ইমরিয়াজ' প্রদান করা হবে।

১১। উত্তম মজলিস হিসাবে গণ্য মজলিসকেও পুরস্কার দেয়া হবে।

ইজতেমার পূর্বে বাজেট অনুযায়ী চাঁদা ও ডোনেশন পরিশোধ করার জন্য বিশেষভাবে সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। স্মার্তব্য, নিজ নিজ বিছানা-পত্র ছাড়াও প্রত্যেককে খাওয়ার প্লেট ও পানি খাওয়ার গ্লাস সংগে আনতে হবে।

বিঃ দ্রঃ—প্রয়োজনে কর্ম-সূচী পরিবর্তন করা যাবে। বিস্তারিত কর্মসূচী ইজতেমার সময় দেয়া হবে।

—মোঃ আব্দুল জলিল
সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি

বাইবেল-প্রতিশ্রুত নুতন নিয়ম—
পবিত্র কুরআন

ذالك الكتاب

'সেই পূর্ণ কেতাব' [সুরা বাকারাহ – ১৮রুকু]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ৩)

বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম—পবিত্র কোরআন এবং জগতের উদ্ধার কর্ত্তা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঃ

নুতন নিয়ম তথা বিশ্ব নিয়ম দান যীশুর অধিকারের বহির্ভূত ছিল এবং তিনি ইহা করেনও নাই এবং তাঁহার এ দায়িত্বও ছিল না—মোশির নিয়মই ছিল যীশুর নিয়ম। নুতন নিয়ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২ শ্লোকে বর্ণিত আছে, যথা—"তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সীয়ন হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, "পরান" পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, তিনি দশ হাজার পবিত্র আত্মাসহ আসিলেন, তাহাদের জন্য তাহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় নিয়ম ছিল"। অগ্নিময় বলিতে ঐশী প্রেমাগ্নি বুঝায়। এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশুতে পূর্ণ হয় নাই। পরন্তু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। উপরোক্ত শ্লোকে সিনাই মোশির কর্মস্থলকে নির্দেশ করিতেছে, সেয়ীর প্যালেষ্টাইনস্থ পাহাড়, যীশুর কর্মস্থলকে এবং পরান মক্কাস্থিত পাহাড় তথা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কর্মস্থলকে নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং উক্ত শ্লোক অনুযায়ী মোশি হইতে যীশু পর্যন্ত প্রসারিত আশিস হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট হস্তান্তরিত হইবার সংবাদ দিতেছে। উক্ত শ্লোকের শেষ অংশ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। তিনি সেই মহানবী, যিনি দশ সহস্র অনুগামী সহ বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন এবং তিনি ঐশী প্রেমাগ্নিপূর্ণ অগ্নিময় কুরআনের শরীয়ত দান করেন। ইহাই নতুন নিয়ম। ইহা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআন "সেই পূর্ণ কেতাব বা নিয়ম"—এই আখ্যা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। "সেই" শব্দ বাইবেলে লিপিবদ্ধ আল্লাহতায়ালার পূর্ব প্রতিশ্রুতির দিকে জোরদার এবং অকাট্য ইঙ্গিত করিতেছে। ইহা সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই। (সুরা বাকারাহ আয়াত ৩) এবং ইহা চিরস্থায়ী নিয়ম [সুরা বাইয়েনাহ্ ৪ আয়াত)। যীশুর জীবনে দশ সহস্র শিষ্য লইয়া কোন বিজয় ও তেজ প্রকাশের ঘটনা নাই বরং তিনি অত্যন্ত ম্লান অবস্থায় খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস মতে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন এবং তাঁহার তেজপূর্ণ নুতন নিয়ম দানেরও কোন প্রমাণ নাই। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মহাশক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে বাইবেলের পুরাতন ও নুতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে আরও

এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ঐ ভবিষ্যতবাণীতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কোণের প্রস্তর বলা হইয়াছে। যথা—"গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। ইহা সদা প্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত! (গীত সংহিতা ১১৮:২২,২৩)। "যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনো শাস্ত্রে পাঠ কর নাই— যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল, ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত! এইজন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে। আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে, কিন্তু এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে, তাহাকে চুড়মাড় করিয়া ফেলিবে।" [মথি—২১:৪২] উক্ত শ্লোকগুলিতে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কোণের পাথরের কথা বলা হইয়াছে তাহার পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। এই ভবিষ্যৎবাণী মক্কার কাবা গৃহের কোণে যে কালো পাথর রহিয়াছে, উহাকেই প্রাথমিক ভাবে নির্দেশ করিতেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই গৃহ ইসলামের প্রতীক হওয়ায় এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই ধর্মের প্রবর্তক হওয়ায় এবং অনুগামী হিসাবে মুসলমানগণ তাঁহার জাতি হওয়ায় এই সকলকেও ভবিষ্যৎবাণীতে কোণের প্রস্তর রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তর যে যীশু নিজে নহেন তাহা উপরে উল্লেখিত মথি হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টতই ব্যক্ত করা হইয়াছে। যীশুও নিজেকে এই প্রস্তর বলিয়া দাবী করেন নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হাদীসে পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত তুলনা করিতে গিয়া নিজেকে কোণের প্রস্তর বলিয়া দাবী করিয়াছেন। যীশু বলিয়াছেন, "তাঁহার তিরোধানের পর বনি ইসরাইল ও তাঁহার অনুগামীগণ হইতে স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং ঐ রাজ্য যে জাতিকে দেওয়া হইবে সেই জাতি হইল প্রতিশ্রুত কোণের প্রধান প্রস্তর অর্থাৎ মুসলমান জাতি। এই প্রস্তরের সম্বন্ধে যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাও মুসলমান জাতির হস্তে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, "এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এ প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে তাহাকে চুরমার করিয়া ফেলিবে।" (মথি—২১:৪৪)। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় দুইটি বৃহৎ শক্তি বিরাজমান ছিল। একটি রোমান সাম্রাজ্য ও অপরটি পারশ্য সাম্রাজ্য। রোমান শক্তি মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং অল্পকালের মধ্যে নিজেরা পরাজিত হইয়া যায় এবং রোমান সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে দানিয়েলেও একটি ভবিষ্যৎবাণী আছে যথা—"হে মহারাজ, আপনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড প্রতিমা, আর সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয় তেজবিশিষ্ট, তাহা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল; আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর। সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, তাহার বক্ষ ও বাহু রোপ্যময়, তাহার উদর ও উরুদেশ পিত্তলময়; তাহার জঙ লৌহময় এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। আপনি দৃষ্টিপাত করিতে

থাকিলেন, শেষে বিন হস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া সেইগুলি চূর্ণ করিল। তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া একসঙ্গে গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল না। আর যে প্রস্তর খানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্বত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল (দানিয়েল ২:৩১-৩৫ আয়াত)। এই ভবিষ্যৎবাণীতে প্রতিশ্রুত প্রতিমা ছিল রোমান সাম্রাজ্য এবং ঐ খনিত প্রস্তর ছিল মুসলমান জাতি। ইসলামের ইতিহাসে এই ভবিষ্যতবাণী নিহিত দ্বিবিধ প্রকারের শক্তির প্রকাশ বারে বারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসিতেছে এবং হইতে থাকিবে। অতীতে মক্কার কোরাইশরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে অগ্রাহ্য করে এবং তিনি সারা আরবের বাদশাহ হন। রোমান জাতি ইসলামকে অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করতে আসে এবং সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। পারশ্য জাতি ইসলামকে অগ্রাহ্য করে এবং মুসলমান জাতিকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু পরিণামে তাহাদের রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মুসলমান জাতি রোমান এবং পারশ্য সম্রাজ্যকে নিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। উপরোক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে আরও একটি ভবিষ্যতবাণী আশ্চার্যজনক ভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। হাদীছ হইতে দেখা যায় যে, আব্দুল মোত্তালেব ঐশী নিয়ন্ত্রণে তাঁহার পৌত্রের নাম মোহাম্মদ রাখেন। লোকে ইহা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে—অদ্ভুত নাম! কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে সদ আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। এইভাবে উপরোক্ত গীত সংহীতায় ১১৮:২৩ এবং মথির ২১:৪২ শ্লোকে উল্লেখিত ভবিষ্যতবাণী "ইহা সদাপ্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত" প্রথম বারের মত পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মুসলমানদিগকে আরব, রোমান সম্রাজ্য, পারশ্য সাম্রাজ্য, আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ এলাকা এবং আরও বিভিন্ন দেশ অবিশ্বাস্যভাবে বিদ্যুৎ গতিতে জয় করিতে দেখিয়া জগৎবাসীর এই ভবিষ্যতবাণীর কথা মনে হইয়াছে যে, "ইহা সদাপ্রভু হইতে হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।" (গীতসংহীতা ১১৮:২৩ ও মথি ২১:৪২) বস্তুত: জগতবাসী এই অপূর্ব বিজয়কে অদ্ভুত মনে করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে সদা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে জানিয়া আসিয়াছে। আজ ইসলাম এরূপ অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাই যে শীঘ্র বিশ্বের একমাত্র ধর্ম হইবে তাহা কল্পনাতীত ও অবিশ্বাস্য। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপূর্ব হেকমতে ইহাই ঘটাইবেন। তখন আবার জগতবাসী বলিয়া উঠিবে, 'ইহা সদাপ্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।' (গীতসংহীতা ১১৮:২৩ এবং মথি ২১:৪২) (ক্রমশঃ)

—মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

সংবাদ ঃ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ঈমানবর্ধক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

লণ্ডনে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কর্মতৎপরতা ও নামাজে-ঈদুল-ফিৎর অনুষ্ঠান ঃ

জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) ইসলাম প্রচার ও আল-কুরআনের পবিত্রবাণীকে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৮ই জুন হইতে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত পঃ জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে—ইউরোপের এই পাঁচটি দেশের ব্যাপকভাবে অতি সাফল্যপূর্ণ সফর শেষ করিয়া ৮ই আগষ্ট লণ্ডন পৌছান। ১২ই আগষ্ট লণ্ডনের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'গার্ডিয়েন'-এর ধর্মীয় প্রতিনিধি হুজুরের ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। ১৪ই আগষ্ট প্রেস এবং রেডিওতে অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ কর্মসুচীর মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডবাসীর নিকট সত্যের বাণী পৌছান। একই দিন সন্ধ্যায় 'লণ্ডন ব্রডকাষ্টিং রেডিও' দশ মিনিট ব্যাপী বিস্তারিত সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে হুজুরের শুভাগমন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁহার দ্বীনি কর্ম-তৎপরতার বিশদ বিবরণ দান করে। পরবর্তী দিবস 'গার্ডিয়েন' এবং লণ্ডন হইতে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'জং' পত্রিকায় জামাত আহমদীয়ার পক্ষে অত্যন্ত জোরদার ও সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

১২ই আগষ্ট মসজিদ ফজল (লণ্ডন মস্ক)-এ হুজুর পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন। উহাতে ৩ হাজারেরও উর্ধে আহমদীগণ যোগদান করেন। এবারে লণ্ডনে ঈদের নামাজে ইহা ছিল সর্ববৃহৎ জামায়েত। ঈদের খোৎবায় হুজুর বলেন, মৌলিকরূপে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আনুষ্ঠানিক ঈদ বৎসরে যদিও দুইবার আসিয়া থাকে কিন্তু একজন প্রকৃত মুসলমানের জীবনে তখনই ঈদের উদয় হয় যখন তাহার মহান স্রষ্টা পবিত্র পালনকর্তা আল্লাহতায়ালা তাহার সহিত কালাম করেন এবং তাহার দোওয়াসমূহ কবুল করেন। হুজুর জামাতের সকলকে 'ঈদ মোবারক' জ্ঞাপন করতঃ দোওয়া করেন, আল্লাহতায়ালা যেন তাহাদিগকে তাঁহার রহমত ও আসিশ এবং ঈদের প্রকৃত আনন্দসমূহ দান করেন।

খোৎবা প্রদানের পর হুজুর উপস্থিত সকলের সহিত মিলিত হন। উপস্থিতবৃন্দকে হুজুরের পশ্চাতে ঈদের নামাজ আদায়, ঈমান উদ্দীপক খোৎবা শ্রবণ ও প্রিয় ইমামের রুহানী পবিত্রতায় জ্যোতির্ময় চেহার দর্শন এবং তাঁহার সৌভাগ্যপূর্ণ সাক্ষাত লাভে অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎফুল্ল দেখা যাইতেছিল যাহা তাহাদের পারস্পরিক আলিঙ্গনের মধ্য দিয়াও প্রকাশ পাইতেছিল।

নাইজেরিয়া এবং ঘানা সফরের অসাধারণ সাফল্য ও আনন্দদায়ক ঘটনাবলী ঃ

লণ্ডন হইতে ১৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে হুজুর (আইঃ) নাইজেরিয়া এবং ঘানা সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ১৮ই আগষ্ট হুজুর নাইজেরিয়ার রাজধানী লেগোস বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে 'হযরত বিলাল' (রাঃ)-এর জন্ম-ভূমি আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ নাইজেরিয়ার হাজার হাজার আহ্‌মদীর জনসমুদ্র তাহাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ -এর নূরানী চেহারার এক ঝলক দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে উতলাইয়া পড়ে। তাহারা প্রাণের আবেগে সম্বর্ধনাজ্ঞাপক হর্ষধ্বনি সমূহ দিতে থাকেন। লেগোসে অবস্থানকালে হুজুর এক অতি সাফল্যপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। দুইটি নুতন মসজিদের উদ্বোধন করেন এবং একটি হাসপাতালের ল্যাবর‍্যাটরী ব্লকের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন ব্যতীত সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশে দ্বীনি ও আত্মিক উন্নতি এবং চারিত্রিক গঠন মুলক (তরবিয়তী) বিষয়াবলীর উপর বেশ কয়েকটি সারগর্ভ ভাষণ এবং জুমার খোৎবা প্রদান করেন।

১৯শে আগষ্ট 'ফেডারেল প্যালেস হোটেলে' অতি উচ্চ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এক সাফল্য পূর্ণ প্রেস কনফারেন্সে ভাষণ দান করেন। একই দিন পার্শ্ববর্তী দুইটি দেশ বেনিন এবং নাইজার হইতে আগত দুইটি আহমদী প্রতিনিধি দলের সহিত দুই ঘণ্টা ব্যাপী সাক্ষাৎ করেন।

১৯শে আগষ্টের সন্ধ্যায় নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে তাঁহার সম্মানে ইকো হোটেলে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় হুজুর বিশিষ্ট প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন ; উক্ত সভায় বিশেষ মেহমানদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, উর্ধতন সরকারী অফিসার, প্রফেসার এবং শহরের বিশিষ্ট গণ্য মান্য ব্যক্তিবৃন্দ।

২৯ শে আগষ্ট আবাদান শহরে একটি নব নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন করেন। সেখানে জোহর ও আসরের নামাজের ইমামতি করেন। তারপর সমবেত হাজার হাজার আহমদীর মধ্যে দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এক সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

২১শে আগষ্ট নাইজেরিয়ায় কর্মরত মুবাল্লেগগণের সহিত এক ঘণ্টা স্থায়ী সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। উহার পর 'রেডিও নাইজেরিয়া'-এর প্রতিনিধিকে ইন্টারভিউ প্রদান করেন। বিকাল বেলায় লেগোসের আহমদীয়া প্রেস এবং মিশন-হাউস পরিদর্শন করেন। অতঃপর লেগোসের নব নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন করেন। আসরের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মসজিদটির উদ্বোধন করেন এবং আর্ধ ঘণ্টা স্থায়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রায় দেড় হাজার আহমদী ভ্রাতা তাঁহার সহিত মুসাফাহা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

২২শে আগষ্ট আহমদী ছাত্রদের তরবিয়তী ক্লাশ পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে উপস্থিত পনের শত আহমদীর মধ্যে ২০ মিনিট স্থায়ী ভাষণ দান করেন। তারপর লেগোস হইতে ২০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত আহমদী আবাদী (কোলনী) পরিদর্শনার্থে গমন করেন। এবং সেখানে আহমদীয়া হাসপাতালের ল্যাবর‍্যাটরী ব্লকের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। একই দিন

নূতন আহ্‌মদীয়া মসজিদে জুমার নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন। উক্ত আহ্‌মদী জনবসতিতে হুজুরের শুভাগমনে সেখানকার প্রায় ছয় হাজার আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুরকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ঐ উপলক্ষে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে লেগোসস্থ খ্রীষ্টান মিশনের প্রধানও উপস্থিত ছিলেন।

হুজুর নাইজেরিয়ার যেখানেই গিয়াছেন, সেখানকার সহস্র সহস্র আহ্‌মদী হুজুরকে প্রাণঢালা বিপুল অভ্যর্থনা জানান এবং হযরত বেগম সাহেবাকে আহ্‌মদী মহিলাগণ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। হুজুর আহ্‌মদী ভ্রাতাদিগের সহিত মুসাফাহা করেন এবং তাঁহাদের সহিত এতই ঘনিষ্টভাবে মমত্ব ও প্রীতির সহিত কথা-বর্তা বলেন যে, হযরত বিলালের জন্মভূমে ঐ অঞ্চলের তৃষ্ণার্ত মানবাত্মা সমূহ সত্যিকার ও চিরস্মরণীয় স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করেন। সফরের সকল পর্যায়ে সবিক প্রতিবেদন রেডিও, টি. ভি. এবং সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বিপুল সংখ্যক সংবাদিক ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইতে থাকেন।

ঘানা সফর ঃ

রাজধানী আকরা বিমানবন্দরে বিশ হাজার আহমদীর হুজুরকে ঐতিহাসিক প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন ঃ ঘানার রাষ্ট্রপতি হিল্লা লিমানের সহিত সাক্ষাৎকার ঃ অভ্যর্থনা সভায় মন্ত্রীবর্গ, সংসদীয় সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রদূতগণ, খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবান এবং সর্ব শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় নাগরিকবৃন্দের যোগদান ঃ নবনির্মিত বিশাল মসজিদের উদ্বোধন ও বিপুল গণ সমাবেশ-গুলিতে প্রাণবন্ত সারগর্ভ ভাষণ দান ঃ

জামাত আহমদীয়ার ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) লেগোস হইতে ২৪শে আগষ্ট তারিখে সকাল ১১টার সময় ঘানার রাজধানী আকরায় পদার্পন করিলে বিমানবন্দরে বিশ হাজারের উর্ধে সমবেত আহমদীগণ তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয় ইমামকে প্রাণঢালা ঐতিহাসীক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে শুভ্র নিশানসমূহ উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সেগুলিতে স্বাগতিক না'রাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। ইহা ছাড়া সকলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত ইসলামী না'রা সমূহ উত্থাপন করিয়া প্রাণের আবেগ ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ করিয়া চলিয়া ছিলেন। সর্বসাধারণ আহমদিগণ ব্যতীত ঘানা জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আহমদী সংসদ-সদস্যগণ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং ঘানা জামাতে আহমদীয়ার কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যবৃন্দ হুজুরকে স্বাগত জানান।

একই দিন দ্বিপ্রহর ২ ঘটিকায় হুজুর (আইঃ) ঘানার রাষ্ট্রপতি হিজএক্সিলেন্সি ডঃ হিল্লালিমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হুজুরের সহিত ঘানা জামাতের আমির মোহতারম

জনাব আবদুল ওহাব বিন আদম, জামাতের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ, ঘানা পারলামেন্টের ফার্স্ট ডিপুটি স্পিকার, ঘানা সংসদের আহমদী সদস্যবৃন্দ, কতিপয় ঘ্যানিয়েন আহমদী রাষ্ট্রদূত, ডিপুটি বাণিজ্য মন্ত্রী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারীও উক্ত সাক্ষাৎকারে শামিল ছিলেন। অর্ধ ঘন্টার অধিক সময় হুজুর (আইঃ) রাষ্ট্রপতির সহিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারস্পারিক আলোচনায় অতিবাহিত করেন।

বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায় হুজুর (আইঃ) মিশন-হাউস গমন পূর্বক ফিতা কর্তনের মাধ্যমে নব নির্মিত মসজিদের উদ্বোধন করেন। তারপর হুজুর মিশন-হাউসের নব-নির্মিত বিল্ডিং পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে একটি স্মৃতি-ফলক হইতে পর্দা উন্মোচন করেন।

তারপর হুজুর উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত সাত হাজারেরও অধিক আহমদীগণের মধ্যে ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হুজুরের ভাষণদানকালে প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রিয় ইমামের জীবনপ্রদ ইরশাদাবলী শ্রবণরত আহমদীগণ সেই প্রবল বৃষ্টিতেও প্রশান্ত ছিলেন এবং ধীর-সুস্থির ভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং পূর্ণ গাম্ভির্য, শৃঙ্খলা এবং জাঁকজমকের সহিত সভার কাজ চলিতে থাকে। হুজুরের উক্ত ভাষণ ৪০ মিনিটেরও অধিক কাল স্থায়ী ছিল। হুজুরের ভাষণদানের পূর্বে ঘানা জামাতের আমীর মোহতারম জনাব আব্দুল ওহাব বিন আদম হুজুরের সম্মানে মানপত্র পেশ করেন। উক্ত ভাষণদানের পর হুজুর ঘানা জামাত আহমদীয়ার উর্ধতন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশন্যাল এগজিকিউটিভ কাউন্সিল'-এর সদস্যদের সহিত মিলিত হন এবং তাহাদের সহিত একসঙ্গে চা-পান করেন। তারপর হুজুর জোহর ও আসরের নামাজ জমা' করিয়া পড়ান।

একই দিন (২৪শে আগষ্ট) রাত্রি ৮ঘটিকায় ঘানা জামাত আহমদীয়া হুজুরের সম্মানে 'এ্যাম্বেসেডর হোটেলে' এক সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করে। উহাতে হুজুর বিশিষ্ট প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। তেমনি উহাতে যোগদান করেন মন্ত্রী মহোদয়গণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ, পাদ্রীগণ, ঘানার প্যারামাউন্ট চীফগণ এবং রাজধানীর বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

২৮শে আগষ্ট হুজুর 'ইসোকুরে' মোকামে গমন করেন, এবং সেখানকার আহমদীয়া হাসপাতাল এবং আহমদীয়া সেকেণ্ডারী স্কুল পরিদর্শন করেন। আহমদীয়া সেকেণ্ডারী স্কুলে হুজুরের সম্বর্ধনার্থে সহস্র সহস্র আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সমবেত ছিলেন। হুজুর স্কুল পরিদর্শন করেন। তারপর স্কুল কম্পাউণ্ডে সমবেত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ভাষণ দান করেন। হুজুরের ভাষণের পূর্বে 'ইসোকুরে' অঞ্চলের প্যারামাউন্ট চীফ হুজুরের সম্মানে ভক্তি ও স্তুতিপূর্ণ মানপত্র পেশ করেন এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক স্বাগত জানান।

ইতিপূর্বে ২৩শে আগষ্ট হুজুর নাইজেরিয়েন আহমদীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একই দিন নাইজেরিয়ার ফেডারেল শিক্ষা-মন্ত্রী এবং কানো ষ্টেটের আমিরের উপদেষ্টা হুজুরের সকাশে সাক্ষাৎ করেন।

২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যায় হুজুর (আইঃ) কুমাসী শহরে পৌঁছিলে দশ হাজারেরও অধিক আহমদী মুসলমান হুজুরকে প্রাণের আবেগে আত্মহারা হইয়া বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা তিন ঘটিকা যাবৎ শহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী বিমানবন্দরে সমবেত হইয়া হুজুরের জন্য পথের দুইধারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষারত ছিলেন। তাঁহারা গগণচুম্বি ইসলামী না'রা সমুহ এবং সম্মাননা জ্ঞাপক হর্ষধ্বনী সমূহ উচ্চারণ করিয়া হুজুরকে স্বাগত জানান।

উল্লেখযোগ্য, হুজুর (আইঃ) ঘানার যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই হাজার হাজার আফ্রিকান আহমদী পরম আবেগ, গভীর ভালবাসা ও আনন্দভরে পথে ছুটিয়া আসেন। (উল্লেখ্য যে, ঘানায় ১০ লক্ষের অধিক আফ্রিকান আহমদী রহিয়াছেন।)

কুমাসী পৌঁছার অব্যবহিত পরেই হুজুর জামাতের পক্ষ হইতে সিটি হোটেলে আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভায় মন্ত্রীগণ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং মুসলমান উলামা শামিল হন।

২১শে আগষ্ট হুজুর কুকুফু মোকামে আহমদীয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং নুতন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেন। এবং ডাক্তারদের আবাসিক ব্লকের উদ্বোধন করেন। তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থে সমেবত সাত হাজার গণজমায়েতে হুজুর ভাষণ দান করেন। হুজুরের ভাষণের পূর্বে সেখানকার প্যারামাউন্ট চীফ হুজুরকে স্বাগত জানাইয়া মানপত্র পেশ করেন। এতদ্ব্যতীত, হুজুর নির্মিয়মান দুইটি মসজিদের ফলক-স্মৃতি হইতে পর্দা উন্মোচন করেন।

সন্ধ্যায় মিশন-হাউস ফিরিয়া আসিয়া আশান্টি রিজিয়নের সাত হাজার আহ্‌মদীদের মধ্যে আহ্‌মদীয়া সেকেণ্ডারী স্কুল কম্পাউণ্ডে ভাষণ দান করেন। তারপর স্কুল পরিদর্শন করেন।

মিশন-হাউস ফিরার পথে আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হুজুরকে খোশ-আমদেদ জ্ঞাপনের জন্য সমবেত ছিলেন। হুজুর মিশন-হাউস পৌঁছিয়া মিশন-হাউসের ব্যালকুনী হইতে হাতের ইশারায় আহমদী জনতার না'রাসমূহের উত্তর দেন।

২৭শে আগষ্ট হুজুর কুমাসী হইতে আকরা মোটর কার যোগে প্রত্যাগমন করেন। পথে প্রতিটি গ্রাম ও ক্ষুদ্র শহরের আহমদীগণ দলে দলে হুজুরকে প্রাণঢালা খোশ-অমদেদ জ্ঞাপন করেন। ঘানার রেডিও টি,ভি, এবং পত্রিকাগুলিতে ব্যাপকভাবে হুজুরের শুভাগমন এবং কল্যাণময় কর্মতৎপরতার সংবাদ প্রচারিত হয়।

কেনাডা ও আমেরিকার উদ্দেশ্যে হুজুরের সফর ঃ

হুজুর (আইঃ) নাইজেরিয়া ও ঘানার অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে কল্যাণময় সফর শেষে ৩১শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডন পৌঁছান এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর কেনাডা ও আমেরিকা সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। একই দিন হুজুর মঙ্গলমত টুরান্টো (কেনাডা) পৌঁছান। আল-হামদুলিল্লাহ।

হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সকাতরে নিয়মিত দোওয়া জারি রাখিবেন যেন আল্লাহতায়ালা হুজুরকে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন, সর্বক্ষণ ফেরেস্তাদের হেফাজতে সালামতির সহিত রাখেন ও বিশেষ সাহায্যাবলী অবতীর্ণ করিতে থাকেন এবং সারা বিশ্বে তাঁহার এই লিল্লাহী সফরকে ইসলাম ও বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় করেন। আমীন। (দৈনিক 'আল-ফজল' হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

লণ্ডনস্থ আহমদীয়া মুসলিম প্রচার-কেন্দ্রে
বিগত ত্রিশ বৎসরকালের বৃহত্তম সাফল্যপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স
লণ্ডনের ৬০টি শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি, রিপোর্টার ও ফোটগ্রাফারদের যোগদান।

৭ই আগষ্ট ১৯৮০ইং তারিখে ইউরোপ সফরের পরিপ্রেক্ষিতে হল্যাণ্ড হইতে হুজুর যখন লণ্ডন পৌছান, তখন বিমান বন্দরে ভি-আই-পি লাউঞ্জ হুজুর (আইঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে হুজুরকে খোশ-আমদেদ জানান ইংল্যাণ্ডের মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব, মহামান্য চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান এবং অন্যান্য বন্ধুগণ। হুজুর (আইঃ) বিমান-বন্দর হইতে মিশন-হাউস গমন করেন। সেখানে অপেক্ষমান প্রায় সোয়া পাঁচ শত আহমদী পুরুষ ও বহু আহমদী ভদ্রমহিলা তাঁহাদের প্রিয় ইমামকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। হুজুরের সম্বর্ধনার্থে মিশন-হাউসটিকে নানা রঙ্গের নিশান ইত্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। খোদ্দাম ও আতফাল তাহাদের গলায় কালো ও ধলা স্কার্ফ পরিহিত ছিল। যদিও সেই দিন লণ্ডনে ছুটির দিন ছিল না, তথাপি তাহাদের প্রিয় ইমামকে এক ঝলক দেখার জন্য পাঁচ শতের অধিক পুরুষ এবং বহু ভদ্র মহিলা নিজেদের কাজ-কর্ম হইতে ছুটি করিয়া মিশন-হাউসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে তখন তাহাদের সৌভাগ্য রবির উদয় হয় যখন তাঁহাদের প্রিয় ও মহান ইমাম (আইঃ) তাহাদের (পুরুষ) সকলকে সহাস্য বদনে আলোকোজ্জল চেহারায় মুসাফায় (করমর্দনে) অভিষিক্ত করিলেন।

হুজুরের বেগম সাহেবা (মুদ্দাযিল্লহাল আলী) মহিলাদের সহিত মিলিত হন। হুজুরও কয়েক মিনিটের জন্য মহিলাদের মধ্যে যান। সেখানে ছোট মেয়েরা হুজুরের শুভাগমনের উপর আরবী কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহাকে খোশ-আমদেদ জানায়।

১৪ই আগষ্ট তারিখে প্রেস কনফারেন্স (সাংবাদিক সম্মেলন) 'ক্যাফে রয়েল হোটেল পিকাডেলিতে' (Cafe Royal Hotel Piccadally-তে অনুষ্ঠিত হয়। হুজুর পরম স্বচ্ছন্দচিত্তে চঞ্চল-দুর্মুখ সাংবাদিক প্রতিনিধিদিগকে অত্যন্ত জোরদার, অন্তরে রেখেলাপতকারী এবং জব্দ ও স্তব্ধকারী সন্তোষজনক উত্তরসমূহ প্রদান করেন।

পরবর্তী দিন লণ্ডন হইতে প্রকাশিত উর্দ্দু দৈনিক 'জং' হুজুরের একটি সুন্দর ছবিসহ সুবিস্তারিতভাবে উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশ করে। তেমনিধারায়, প্রভাবশালী ও বহুলপ্রচারিত ইংরেজী পত্রিকা 'গার্ডিয়েনে' তিন কলমের উপর হুজুরের সুন্দর ছবিসহ উক্ত প্রেস কনফারেন্সের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হুজুরের ছবি-খানা সৌন্দর্য ও মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা এবং অন্তরে গভীর রেখাপাতকারী এক উৎকৃষ্টতম অবদান

স্বরূপ। ছবিখানাতে হুজুর কুরআন করীম হতে লইয়া উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফোটর নীচে লিখা রহিয়াছে :

Mirza Nasir Ahmad—'Love for all, hatred for none',

—মির্যা নাসের আহ্‌মদ—"সকলের জন্য প্রেম, ঘৃণা কাহারও প্রতি নাই।"

একটি আইরিশ পত্রিকাও উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশ করে।

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'জং'-এর ১৪ই আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় পরিবেশিত সুবিস্তারিত সংবাদের একাংশ নিম্নরূপ :

"তিনি (হযরত খলিফাতুল মসীহ) বলিলেন, বর্তমানে দেড় কোটি আহ্‌মদী রহিয়াছেন। ইউরোপ সম্পর্কে খলিফা মির্যা নাসের আহ্‌মদ বলেন যে, ইউরোপে শুধু ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রেরই স্তুপ জামিয়া উঠিতেছে না, বরং সমস্যাবলীও স্তুপীকৃত হইয়া চলিয়াছে, এবং আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষমান আছি যে দিন ইউরোপ বলিয়া উঠিবে, উহার সমস্যাবলী সমাধানে তাহারা অপারগ, তখন আমি বলিব, এই সকল সমস্যার সমাধান হইল ইসলাম।"

(আল-ফজল হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

বাংলাদেশের আহমদীগণের উদ্দেশ্যে

হুজুর (আইঃ)-এর প্রীতিপূর্ণ পবিত্র চিঠি

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

Rabwah
Dated 3o. 8. 1980

Dear Maulvi Mohammad Sahib,
Assalamo Alaikum.

I am directed by Hazrat Khalifatul Masih to infrom you that your Eid Mubarak of 1 Shawal 14 Aug 1980 has been received. Huzur has thanked and prayed that Allah may also make this Eid happy and blessed for you all. May He elevate you all spiritually aud materially.

May Allah be with you. Ameen.

Yours sincerely,
Mirza Golam Ahmad
Private Secretary.

Maulvi Mohammad Sahib
4, Bakshi Bazar Road,
Daeca, Bangladesh.

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমর ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফের নাল মুফতারিনীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor